পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী — ডিসেম্বর 2013

ঈশ্বর-কণা ও নোবেল পুরস্কার

মার্কসবাদ বনাম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানশিক্ষা

সবুজ অর্থব্যবস্থার রাজনীতি ও বিজ্ঞান

স্বাস্থ্য চিকিৎসা এখন তখন যুগে যুগে

সবার স্বাস্থ্য রক্তের আকাল

অন্ধসংস্কার নির্মূল আন্দোলনের শহীদ ডঃ দাভোলকর

বাংলার নবজাগরণ বিজ্ঞান ও বাঙালী সংস্কৃতি

ঝিঁ ঝিঁর ছন্দ অঙ্কে আনন্দ স্বাস্থ্যে হাসি

স্মরণঃ অভি দত্ত মজুমদার শুভাশিস মাইতি

সূচীপত্র

রচনা-শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা	সম্পাদকমণ্ডলী	3
বিজ্ঞান-বিশ্ব-বিশ্বায়ন		
পিটাব হিগস ও টমাস কুন ঃ ঈশ্বর কণা ও দিশারী বোধ	অভিজিৎ লাহিড়ী	4
মার্কসবাদ বনাম 'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' শিক্ষা...	সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী	8
সবুজ অর্থব্যবস্থার নির্মাণ ও সংকট...	দীপঙ্কর দে	27
চিকিৎসাবিজ্ঞান যুগে যুগে	শিশির কুমার মজুমদার	42
স্বাস্থ্য চিকিৎসা সমাজ		
সবার জন্য স্বাস্থ্য কি অলীক কল্পনা থেকে যাবে?	পূণ্যব্রত গুণ	48
মান্ধাতার দেশে রক্তের আকাল	অসীম চট্টোপাধ্যায়	53
হোমিপ্যাথি কি অপবিজ্ঞান?	দেবদত্ত চক্রবর্তী	54
দেশ কাল		
ডঃ নরেন্দ্র দাভোলকর	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	58
নবজাগরণ বিজ্ঞান উত্তরাধিকার	রবীন মজুমদার	66
বিজ্ঞান ও বাঙালির সংস্কৃতি 'মুখোমুখি' না 'মিলেমিশে'?	অমিত চৌধুরী	80
ইতিহাস বিজ্ঞান ও বাঙালী সংস্কৃতি বিষয়ে আশীষ লাহিড়ী...	মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	83
পরিক্রমা		
দিল্লীতে আপ - আশার আলো শংকার মেঘ	শুভব্রত নিয়োগী	86
বিনা মন্তব্যে - দুই যুগ দুই চিত্র	রবীন ব্যানার্জী	88
ভিন্ন স্বাদ		
সংখ্যায় ছন্দ অঙ্কে আনন্দ	কমল চক্রবর্তী	91
ঝিঁ ঝিঁর ডাকে গাণিতিক ছন্দ	নিখিলেশ পাল	93
হাসির কথা নয়	অনিমেষ মুখার্জি	94
স্মরণ		
অভি দত্ত মজুমদার	রবীন মজুমদার	95
শুভাশিস মাইতি	প্রদীপ দত্ত	96

সবার জন্য স্বাস্থ্য কি অলীক কল্পনা থেকে যাবে?

ডা. পুণ্যব্রত গুণ
shramajibiswasthya@gmail.com

পয়সা না থাকলে ডাক্তার দেখানো যাবে না- ওষুধ কেনা যাবে না। ডাক্তার অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লিখলেও আপনি কিনতে বাধ্য। প্রয়োজনীয় ওষুধটা জেনেরিক বা কমদামী ব্র্যান্ডে পাওয়া গেলেও ডাক্তার লিখবেন দামী ব্র্যান্ড। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বলা হল আপনাকে, সেগুলো করাতে হবে ডাক্তারের বলে দেওয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে, হয়ত সেখান থেকে ডাক্তার কাটমানি পাবেন। স্পেশালিস্টকে রেফার করার ক্ষেত্রেও অনেকক্ষেত্রে কাটমানির গল্প।

মনে হয় না অবস্থাটা বদলানো দরকার?

যদি এমন হতো যে, অসুস্থ হলে আপনি কোন ডাক্তারকে দেখাবেন তা পূর্বনির্ধারিত, সেখানে আপনাকে কোনও পয়সা খরচ করতে হবে না। কোন সমস্যায় ডাক্তার কোন পরীক্ষা করাবেন তা ঠিক করতে আছে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন অর্থাৎ প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি। কোথা থেকে পরীক্ষা হবে তাও পূর্বনির্দিষ্ট, সেখানেও আপনার পয়সা খরচ হবে না। ডাক্তার ওষুধ লিখবেন প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি মেনে, ওষুধ পাবেন আপনি বিনামূল্যে। কোন বিশেষজ্ঞকে ডাক্তার রেফার করতে পারবেন তা ঠিক করা আছে, আপনার অর্থাৎ রোগীর প্রয়োজন ছাড়া সেখানে রেফারাল করার কোনও জায়গাই নেই। হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা, প্রাথমিক-মধ্যম-অন্তিম স্তরের যে কোনো চিকিৎসা করতে খরচ হবে না!

যদি দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা চলত তিনটে মূল নীতির ভিত্তিতে !

1) সে সবার প্রয়োজন মেটাবে,

2) যেখানে পরিষেবা দেওয়া হবে সেখানে মূল্য লাগবে না।

3) পরিষেবা রোগীর প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করবে তার পয়সা দেওয়ার ক্ষমতার ওপর নয়।

যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা এমন হত!

1) সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা দেওয়া হয়।

2) পরিষেবা ব্যক্তির অর্থপ্রদানের ক্ষমতার ওপর নয়, তাঁর চিকিৎসা প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেয়।

3) পরিষেবার লক্ষ্য উৎকর্ষ ও পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানো।

4) পরিষেবার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে থাকেন রোগীরা।

5) রোগী, স্থানীয় জনসমূদায় ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে-পরিষেবা সাংগঠনিক সীমা অতিক্রম করে ও অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে।

6) করদাতাদের অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য দিতে ও সীমাবদ্ধ সাধনের সবচেয়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার করতে পরিষেবা দায়বদ্ধ থাকে।

7) পরিষেবার দায়বদ্ধতা থাকে জনসাধারণ, সমাজ ও রোগীদের প্রতি।

যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা এই মূল্যবোধগুলো নিয়ে কাজ করত!

- একসাথে রোগীর জন্য কাজ করা,
- রোগীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন,
- চিকিৎসার মানের প্রতি দায়বদ্ধতা,
- রোগীর প্রতি সহমর্মিতা,
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,
- প্রত্যেককেই গুরত্ব দেওয়া।

এক স্বপ্নের সমাজের গল্প মনে হচ্ছে?

না, ওপরে বলা নীতি-মূল্যবোধগুলো হল বিলেতের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বা National Health Service-এর তিনটে মূল নীতি, পরিচালনার সাতটা নীতি ও মূল্যবোধ।

এই ধরনের স্বাস্থ্য-পরিষেবাকে বলা হয় Universal Health Care বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য, সহজ কথায় সবার জন্য স্বাস্থ্য। সর্বজনীন স্বাস্থ্য বা Universal Health Care এমন এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে দেশের সমস্ত নাগরিকের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং চিকিৎসার খরচ দেওয়া হয়।

আমাদের যৌবনে একটা স্লোগান খুব শুনতাম — 2000 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য। যে বছর আমার ব্যাচ ডাক্তারীতে ভর্তি হয় সে বছর অর্থাৎ 1978-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে 6-12 সেপ্টেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাখ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকের রাজধানী আলমা আটায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়। সেই সম্মেলন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল — 2000 **খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য**।

1981-তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর জেনেরাল হ্যাল্ডেন মাহলার **'সবার জন্য স্বাস্থ্য' বিষয়টা কি** তা বুঝিয়েছিলেন এইভাবে -

"সবার জন্য স্বাস্থ্য মানে একটা দেশের সমস্ত মানুষের নাগালে স্বাস্থ্যকে নিয়ে আসা। আর 'স্বাস্থ্য' মানে ভালো থাকা — কেবল চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া নয়, এমন এক অবস্থা যাতে একজন মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে উৎপাদনক্ষম জীবন যাপন করতে পারেন। সবার জন্য স্বাস্থ্য মানে স্বাস্থ্যের পথে সকল বাধা সরিয়ে ফেলা - অপুষ্টি, অজ্ঞানতা, দূষিত জল, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান; এছাড়া ডাক্তার, হাসপাতালের শয্যা, ওষুধ ও টীকার অভাবের মতো বিশুদ্ধ ডাক্তারী সমস্যাগুলোরও সমাধান করা।"

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও বলেছিল —

- সবার জন্য স্বাস্থ্য মানে স্বাস্থ্য-কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা, কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে হিসেবে নয়।
- সবার জন্য স্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত সবার সাক্ষরতা দাবী করে। যতক্ষণ না এমনটা হচ্ছে ততক্ষণ অন্তত প্রত্যেককে বুঝতে শুরু করতে হবে স্বাস্থ্য মানে কি।
- চিকিৎসা-পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্যে লাগাতার উন্নয়নের ওপর 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নির্ভরশীল। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সবার কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে, যাতে প্রতি গ্রামে বুনিয়াদী চিকিৎসা সহায়তা পাওয়া যায়; সঙ্গে আরও বিশেষজ্ঞ পরিষেবায় পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে। সবাইকে টীকা লাগানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আসলে একটা ধারণা যাতে চিকিৎসাবিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বাসস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় উদ্যোগের প্রয়োজন। কেবল ডাক্তারী পরিষেবা ঝুপড়ি-তে স্বাস্থ্য পৌঁছাতে পারবে না। এসব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনযাত্রা চাই, নতুন সুযোগ চাই ভালোভাবে বাঁচার।

1978-এ '2000 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' - এর ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিল আমাদের দেশও। 2000-এর পর তেরো বছর পেরিয়ে গেছে, তবু সে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। কয়েক বছর আগে, **দ্বাদশ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার** আগে 2010-এর **অক্টোবরে যোজনা কমিশন এক উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে সবার জন্য স্বাস্থ্য-**

- তাদের আয় বাড়ানোর জন্য করছাড় দেওয়া হবে।
- সরকারী অর্থে গড়ে তোলা বেসরকারী হাসপাতালের ইউজার ফি সবই নেওয়া যাবে।

দ্বাদশ পরিকল্পনায় উল্লেখ নেই — জেনেরিক নামের ওষুধ প্রচলনের, বিনা পয়সায় অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহের, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের।

তাহলে কি সবার জন্য স্বাস্থ্য এক অলীক কল্পনা?

বিলেতের এনএইচএস-এর কথা আগেই বলেছি। বলতে পারেন একটা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে যা সম্ভব, তা ভারতের মতো গরীব দেশে সম্ভব নয়। কিন্তু জানেন কি পৃথিবীর-র প্রায় অর্ধেক দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য আছে — তার মধ্যে উন্নত বা ধনী দেশ যেমন আছে, তেমনি আছে উন্নয়নশীল বা গরীব দেশও।

সবচেয়ে প্রথম যে ছোট দেশ তার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেয় সে হল নরওয়ে, 1912 সালে। 1937 থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারপর থেকে সর্বজনীন স্বাস্থ্যের পথে চলা দেশগুলো এইরকম ঃ

1938 নিউজিল্যান্ড ও জাপান, 1941 জার্মানী, 1945 বেলজিয়াম, 1948 ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, 1950 কুয়েত ও চীন, 1955 সুইডেন, 1957 বাহরেন, 1958 ব্রুনেই, 1960 কিউবা, 1966 কানাডা ও নেদারল্যান্ডস, 1967 অস্ট্রিয়া, 1971 সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, 1972 ফিনল্যান্ড ও স্লোভেনিয়া, 1973 ডেনমার্ক ও লুক্সেমবার্গ, 1974 ফ্রান্স, 1975 অস্ট্রেলিয়া, 1977 আয়ারল্যান্ড, 1978 ইতালি, 1979 পর্তুগাল, 1980 সাইপ্রাস, 1983 গ্রীস, 1986 স্পেন, 1988 দক্ষিণ কোরিয়া, 1990 আইসল্যান্ড, 1993 হংকং ও সিঙ্গাপুর, 1994 সুইজারল্যান্ড, 1995 ইজরায়েল ও তাইওয়ান, 2000 শ্রীলঙ্কা, 2001 থাইল্যান্ড, 2004 আয়ারল্যান্ড, 2009 পেরু।

এসব দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবার অর্থ আসে কোথা থেকে?

অধিকাংশ দেশেই সাধারণ কর হল অর্থের প্রধান উৎস। অনেক দেশে আবার এর পরিপূরক হিসেবে নির্দিষ্ট লেভি সংগ্রহ করা হয়, কখনও ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কখনও বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে।

এই সব দেশে যদি সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তবায়িত হতে পারে, তাহলে আমাদের দেশে নয় কেন?

আসুন, আমরা সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর দাবীতে আবার মুখরিত হই, শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবী তুলি। □

পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে

দুর্বার ভাবনা

12/5 নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা - 700 006 ফোন ঃ 033 25437560 / 7451

ই-মেল ঃ sonagachi@sify.com, URL : www.durbar.org

কোলকাতা বই মেলায় স্টল নং